

রোহিঙ্গা নারীদের
উদ্বেগ

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ
এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে কেমন ফলাফল করছে?

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জুনা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার
ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ২৬ × বুধবার, ৩১ জুলাই ২০১৯

রোহিঙ্গা নারী:

জেন্ডার কিভাবে আশঙ্কা ও অভিযোগকে প্রভাবিত করে

সূত্র: ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে ৯, ১০, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ নম্বর ক্যাম্প থেকে আই.ও.এম কর্তৃক সংগৃহীত সম্প্রদায়ের মতামত এবং সেই সাথে, ২০১৮ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৮, ১১, ১২, ১৪, ১৬ ও ১৯ নম্বর ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং ২০১৯ সালের জুন মাসে ৯ নং ক্যাম্পে ও জুলাই মাসে ১০ নং ক্যাম্পে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের আয়োজিত ফোকাস দলে আলোচনা।

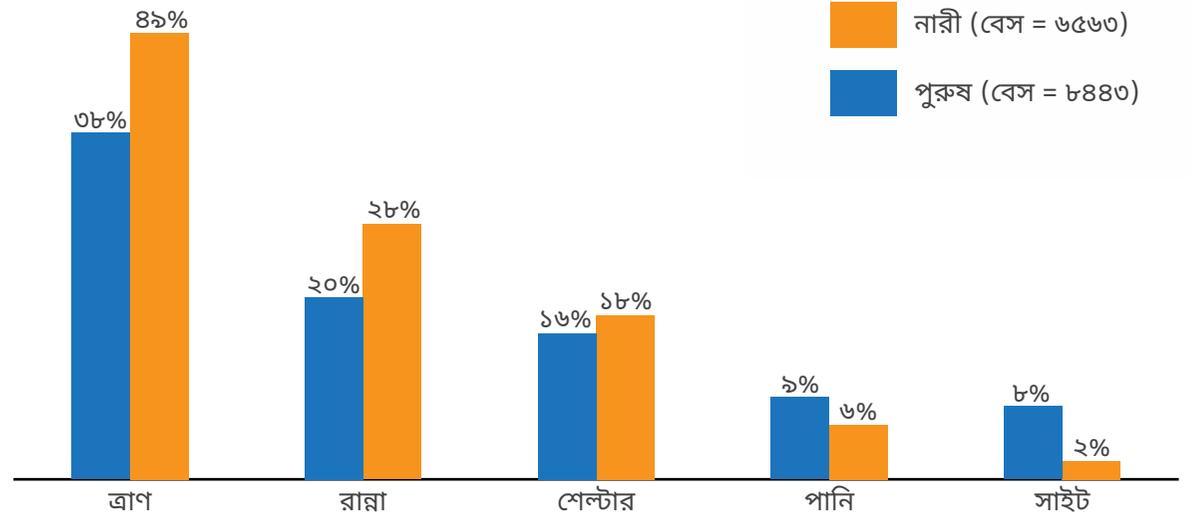
মোট মতামত	♂	♀
১৫,০০৬	৮,৪৪৩ (৫৬%)	৬,৫৬৩ (৪৪%)

নারীদের সাথে মোট এফজিডি-র সংখ্যা: ৪

বয়স ১৮-২৫ বছর: ২টি দল

বয়স ২৬+ বছর: ২টি দল

২০১৯ সালে এখন পর্যন্ত, রোহিঙ্গা নারী ও পুরুষ উভয়েই ত্রাণ সামগ্রী, রান্নার জ্বালানি ও জিনিসপত্র এবং শেল্টার সংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে আশঙ্কার প্রধান বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন, এর পরেই রয়েছে পানি ও সাইট সংক্রান্ত সমস্যা। এই বিশ্লেষণে একই ক্যাম্পে বসবাসরত পুরুষদের থেকে নারীদের আশঙ্কাগুলো কতটা ভিন্ন তা জানার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পের নারীদের আশঙ্কার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হয়েছে।



রোহিঙ্গা পুরুষ এবং নারীদের আশঙ্কার প্রধান বিষয়গুলো

সাধারণত রোহিঙ্গা নারীরা যে আশঙ্কাগুলো তুলে ধরেন তার কেন্দ্রে থাকে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র (নন-ফুড আইটেম), রান্না এবং শেল্টার সংক্রান্ত সমস্যা। বেশিরভাগ ক্যাম্পের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হলেও, স্থান বিশেষে এতে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় যা नीচে উল্লেখ করা হল।

ত্রাণ সামগ্রী পাওয়া

বিশ্লেষণে* দেখা গেছে যে নারীরা ত্রাণ সামগ্রী সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে বেশি চিন্তিত। পুরুষদের তুলনায় নারীদের ত্রাণ সামগ্রী, বিশেষত এন.এফ.আই কিট সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানানোর সম্ভাবনা ১.৬ গুণ বেশি।

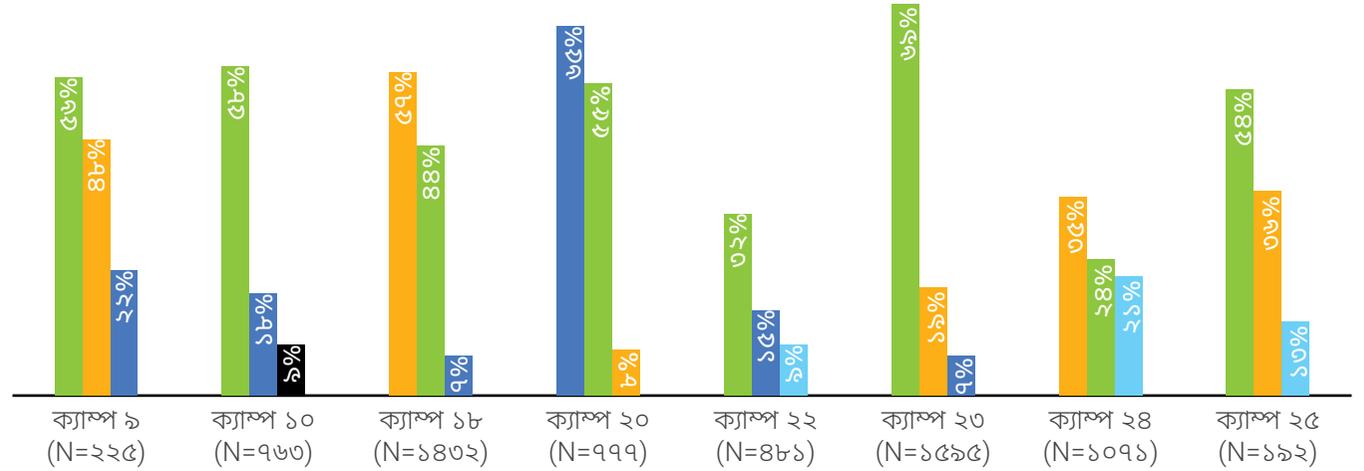
নারীরা নির্দিষ্টভাবে জানিয়েছেন যে তাদের **হাইজিন কিট** (যার মধ্যে সাবান এবং টুথপেস্ট থাকে) এবং **ডিগনিটি কিট** (যার মধ্যে সাবান, স্যানিটারি ন্যাপকিন, অন্তর্বাস, ওড়না, ম্যাক্রিন এবং থামি** থাকে) প্রয়োজন। যদিও তাদের মধ্যে বেশিরভাগই কিটগুলোর নাম উল্লেখ করেননি, তবে তারা যে সামগ্রীগুলো প্রয়োজন সেগুলো উল্লেখ করেছেন। তারা জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে আসার পর থেকে প্রতিটি পরিবার কেবলমাত্র দুই বা তিনবার একটি করে হাইজিন কিট পেয়েছে। এছাড়াও কিটের জিনিসপত্র পরিবারের সকল নারীদের ভাগ করে ব্যবহার করতে হয় যা তাদের খুবই অসুবিধাজনক বলে মনে হয়েছে। বর্তমানে বিতরণে পাওয়া কিটগুলোর বেশিরভাগ সামগ্রী ফুরিয়ে যাওয়ায় সেগুলো কেনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কিন্তু টাকার অভাবে তা করা সম্ভব হচ্ছে না। মানুষের কথায় জানা গেছে যে তারা এই সমস্যা সম্পর্কে মাঝিকে জানিয়েছেন কিন্তু এখনো কোনো সমাধান করা হয়নি। এছাড়াও মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের এই কিটগুলো অত্যন্ত কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয়। একমাত্র নারীরাই বিতরণ কেন্দ্র থেকে এই কিটগুলো সংগ্রহ করতে পারেন এবং তাদের পক্ষে দীর্ঘক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করা কষ্টকর ও অসুবিধাজনক, বিশেষ করে পরিবারের বয়স্ক নারীদের জন্য।

* লজিস্টিক রিগ্রেশন

** নারীদের ঐতিহ্যবাহী বর্মী পোষাক

*** রোহিঙ্গাদের জনগণের মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ডব্লিউ.এফ.পি-র সহায়তা কার্ড (SCOPE - এর মাধ্যমে চালিত) পেয়েছেন, যা ই-ভাউচারের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা পেতে সাহায্য করবে।। <https://reliefweb.int/report/bangladesh/wfp-bangladesh-rohingya-refugee-response-situation-report-24-15-march-2019>

■ রান্না ■ ত্রাণ ■ শেল্টার ■ পানি ■ সাইট



প্রতিটি ক্যাম্পে রোহিঙ্গা নারীদের আশঙ্কার তালিকায় শীর্ষে থাকা তিনটি বিষয়

স্কোপ (SCOPE) কার্ড

নারীদের আরেকটি বিশেষ আশঙ্কার বিষয় হল **স্কোপ কার্ড*****। অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে তারা চাল, তেল ও ডাল পেলেও, স্কোপ কার্ড ব্যবহার করেও খাবার কেনেন। তারা বলেছেন যে কখনও কখনও নির্ধারিত সময়ে কার্ডে টাকা ট্রান্সফার করা হয় না, ফলে তাদের যখন প্রয়োজন তখন তারা কার্ডটি ব্যবহার করে খাবার কিনতে পারেন না। কিছু মানুষ এটাও বলেছেন যে তারা এখনো পর্যন্ত তাদের কার্ড পাননি। কিছু খাদ্য দ্রব্যের চড়া দাম এবং শুকনো মরিচ ও গুঁটকি মাছের মতো কিছু খাদ্য দ্রব্যের নিকৃষ্ট মান নিয়েও অভিযোগ তোলা হয়েছে। এগুলো খেয়ে কিছু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলেও গুজব শোনা যাচ্ছে। কিছু অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ করেছেন যে তারা আগের চেয়ে কম পরিমাণে খাদ্য পাচ্ছেন।

“ আমরা যথেষ্ট খাবার পাই না। পরিমাণ আগের তুলনায় কমে গেছে। ”

- নারী, ৪৬, ক্যাম্প ১০

স্থান বিশেষে ব্যতিক্রম

একমাত্র ১০ নম্বর ক্যাম্পে নারীদের উত্থাপিত সমস্যাগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে সাইটে চলাফেরা করার সমস্যা। অংশগ্রহণকারীরা ১০ নম্বর ক্যাম্পের রাস্তা ও সিঁড়ির বেহাল অবস্থা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে সেগুলোর কারণে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তারা বলেছেন যে মাঝি এবং এনজিওদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেগুলো সংস্কার করা হয়নি। সেই সাথে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে শেল্টারের কাছাকাছি নর্দমাগুলো বুজে যাওয়া ও দুর্গন্ধ ছড়ানোর ব্যাপারে সি.আই.সি অফিসে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

পানি সংক্রান্ত সমস্যা সাধারণত পুরুষরা উত্থাপন করলেও, ২২, ২৪ ও ২৫ নং ক্যাম্পের নারীরাও এটি একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

ঘর নির্মাণের সামগ্রী

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা বাংলাদেশে আসার পর থেকে কেবলমাত্র একটি শেল্টার কিট (যেটিতে বাঁশ, ত্রিপল, রশি থাকে) পেয়েছেন। সময়ের সাথে সাথে তাদের ঘরগুলো জীর্ণ হয়ে পড়েছে। বিতরণে পাওয়া ত্রিপল ছিঁড়ে গেছে, বৃষ্টি হলে ঘরে পানি ঢোকে আর মানুষ চিন্তায় আছেন যে জোরে বাতাস বইলে তাদের ঘর ভেঙে পড়বে। নারীরা বলেছেন যে ঘর মেরামতের জন্য তাদের ত্রিপল, বাঁশ, রশি ইত্যাদি খুব বেশি প্রয়োজন। মানুষ বর্ষাকাল নিয়েও দুশ্চিন্তায় আছেন কারণ তারা ভয় পাচ্ছেন যে বর্ষায় তাদের ঘর আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অংশগ্রহণকারীদের মতে নারীরা পুরুষদের চেয়ে ঘর নিয়ে বেশি সমস্যা এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হন কারণ তারা ঘরের ভিতরে বেশি সময় কাটান। পরিমাণগত তথ্য থেকে দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্যাম্পই রোহিঙ্গা নারীদের শেল্টার সম্পর্কিত সমস্যাগুলো আশঙ্কার একটি প্রধান বিষয়।

“বেশিরভাগ সময় আমরা ঘরের মধ্যে থাকি, পুরুষরা সারা দিন বাইরে ঘুরে বেড়ায় ... যদি ঘর ভেঙে পড়ে, আমরা বাঁচবো না।”

– নারী, ৩০, ক্যাম্প ১০

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, তারা তাদের আশঙ্কা মাঝিকে জানিয়েছেন এবং কেউ কেউ বলেছেন যে তারা এনজিও কর্মীদের এবং সি.আই.সি অফিসেও জানিয়েছেন, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

নারীদের অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী সম্পর্কিত প্রধান আশঙ্কাগুলো হল

- পোশাক প্রয়োজন:** অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে তারা কেবলমাত্র একবার জামাকাপড় পেয়েছিলেন এবং এখন ঘরের বাইরে এবং নমাজ পড়তে যাওয়ার জন্য তাদের আরো জামাকাপড় প্রয়োজন।
- ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও পরিবহনের সমস্যা:** অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে বিতরণ কেন্দ্র থেকে তাদের বাড়িতে খাদ্য নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। কখনও কখনও বাড়িতে খাদ্য পৌঁছে দেয়ার জন্য লোককে ৫০-৬০ টাকা দিতে হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীদের থেকে জানা গেছে যে ত্রাণ সংগ্রহের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করা আরেকটি সমস্যা, বিশেষ করে সাথে ছোট শিশু আছে এমন নারী এবং বয়স্ক মানুষদের জন্য।
- যেসব এলাকায় গবেষণা করা হয়েছে সেখানে বসবাসরত বেশিরভাগ নারীদের মধ্যে **জ্বালানি কাঠ** নিয়ে দুশ্চিন্তা এখনও বিদ্যমান, যদিও ১০ ও ২২ নং ক্যাম্পের নারীদের জন্য এটা তেমন বড় সমস্যা নয় বলে মনে হয়েছে। আবর্জনা জ্বালিয়ে রান্না করার ফলে সেই ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়া, চোখ জ্বালা করা এবং রান্না করতে সমস্যা হওয়া নিয়ে নারীরা বিশেষভাবে দুশ্চিন্তায় আছেন।

রোহিঙ্গা সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে কেমন ফলাফল করছে?

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় অংশগ্রহণকারী মানবিক সংস্থাগুলো শরণার্থী এবং ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং তাদের প্রতি জবাবদিহি থাকার প্রতিশ্রুতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। এই উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র সংস্থাগুলোর মাধ্যমে এবং সার্বিক সহায়তা কর্মকাণ্ডে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার একটি হল এই *যা জানা জরুরি* কিন্তু এ প্রকল্পগুলো কতটা কার্যকরী? পুরো সহায়তা কর্মকাণ্ড জুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের প্রতি জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার জে.আর.পি-র প্রতিশ্রুতি এই সংকট মোকাবেলায় কতটা পূরণ করা হচ্ছে?

কমন সার্ভিসের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে এ ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে*। যে শরণার্থীরা জানিয়েছেন যে তাদের কাছে তাদের দৈনিক জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যথেষ্ট তথ্য রয়েছে তাদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে: ২০১৭ সালে যে শতকরা হার মাত্র ২৩% ছিল, তা সাম্প্রতিক গবেষণায় বেড়ে ৯২% হয়েছে। কিন্তু এখনো বহুসংখ্যক শরণার্থী জানিয়েছেন যে কিভাবে বিভিন্ন সেবা পাবেন এবং তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করবেন সে ব্যাপারে বিভ্রান্তি রয়েছে; এবং মায়ানমার/রাখাইনে কী ঘটছে এবং দীর্ঘ মেয়াদে তাদের এবং তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতে কী কী বিকল্প রয়েছে সে সম্পর্কে আরো বেশি এবং আরো ভালো তথ্যের প্রয়োজন।

এই সংকটে সহায়তা প্রদানকারী পেশাজীবী এবং সংস্থাগুলোর কাজ সংক্রান্ত গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া

গেছে যে কর্মসূচিগুলোর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামতকে গুরুত্ব দেয়া শুরু হয়েছে এবং সম্প্রদায়ের সাথে আরো কার্যকরভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য পেশাজীবীদের সহায়তা দিতে মিলিত সেবা ও উপকরণগুলো আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এখনো কিছু ক্ষেত্রে সহায়তা কর্মকাণ্ডে সার্বিকভাবে যা প্রত্যাশা করা হচ্ছে এবং মার্চ পর্যায় যা ঘটছে তার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে।

সাম্প্রতিক নিডস অ্যান্ড পপুলেশন মনিটরিং ডেটাসেটেও এই একই মিশ্র চিত্র ধরা পড়েছে এবং একটি জটিল ভৌগোলিক পরিস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে – যেখানে বিভিন্ন ক্যাম্প তথ্য পাওয়ার এবং অভিযোগ/মতামত জানানোর পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের সুযোগের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। এন.পি.এম ডেটা** বিশ্লেষণ করে কিছু চিত্তাকর্ষক বিষয় লক্ষ্য করা গেছে:

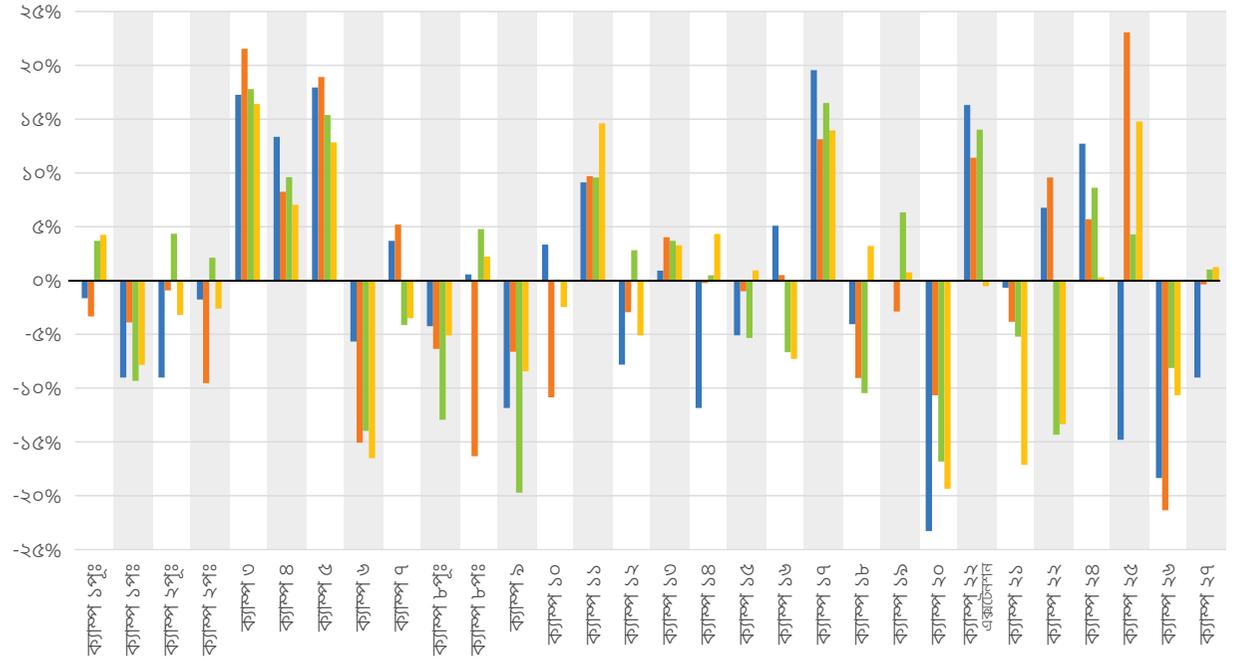
* সম্পূর্ণ রিপোর্টটি পাওয়া যাবে এখানে: <http://www.shongjog.org.bd/news/i/?id=0993b68f-be04-46dd-a76f-b0a54e60504b>

** বিশ্লেষণটি তথ্যের প্রাপ্যতা, প্রতিক্রিয়া দিতে পারার সুযোগ, অভিযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যা ক্যাম্পের তথ্যদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। বিশ্লেষণ থেকে চারটি ক্যাম্পের তথ্য বাদ দেয়া হয়েছে কারণ সেল সংখ্যা কম থাকার কারণে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়নি (৪ এক্সট, ২৩, কুতুপালং আরসি এবং নয়াপারা আরসি)

- পুরো সহায়তা কর্মকাণ্ডের তুলনায় ৩, ৪, ৫, ১১, ১৭, ২০ এক্সটেনশন এবং ২৪ নম্বর ক্যাম্প ভালো ফলাফল করেছে। এই সমস্ত ক্যাম্পগুলোর প্রধান সংবাদদাতারা এন.পি.এম ১৫-তে পরিমাপ করা চারটি প্রধান মেট্রিক্সের সবকটিতে গড়ের চেয়ে ভালো ফলাফল করেছে বলে জানিয়েছেন***।
- কিছু এলাকায় ফলাফল তেমন ভালো ছিল না। বিশেষত ১ডব্লিউ, ৬, ৮ই, ৯, ২০, ২১ ও ২৬ নম্বর ক্যাম্প চারটি মেট্রিক্সেই ফলাফল গড়ের নীচে রয়েছে।
- কিছু ক্যাম্প কিছু ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা ভালো করেনি। যেমন ১ই, ৮ডব্লিউ ও ১৪ নম্বর ক্যাম্প তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভালো ফল করলেও; সম্প্রদায়ের অভিযোগ এবং মতামত জানানোর ব্যবস্থাগুলো ব্যবহার করার সুযোগের ক্ষেত্রে তেমন ভালো করেনি। অন্যদিকে ৭, ১৬ ও ২২ নম্বর ক্যাম্প মতামত জানানোর পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের সুযোগ থাকার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভালো ফল করলেও, শরণার্থীদের জন্য বিদ্যমান সেবাগুলো সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে ততটা ভালো ফল করেনি।

এই ভিন্নতাগুলোর পিছনে অবশ্যই একাধিক কারণ রয়েছে এবং সহায়তা কর্মকাণ্ডের তৃতীয় বছরে কমন সার্ভিস এই এলাকা ভিত্তিক ব্যবধানগুলো দূর করতে সাহায্য করায় সচেষ্ট হবে; এবং সেইসাথে জনসংখ্যার যে গোষ্ঠীগুলো পর্যাপ্ত সেবা পাচ্ছে না এবং যাদের কাছে বর্তমানে দ্বিমুখী যোগাযোগ ও যোগদানের সেবা প্রাপ্তির পর্যাপ্ত সুযোগ নেই, তাদের আরো উন্নত সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করবে। কোনো সংস্থা তাদের নিজস্ব জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা প্রণালী ও রীতিনীতির কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করতে চাইলে নির্দিষ্টায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন - অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানার জন্য info@cxbfeedback.org এ মেইল করুন।

- বেশিরভাগ মানুষের কি মানবিক সেবাগুলো সম্পর্কে অভিযোগ করার বা প্রতিক্রিয়া দিতে পারা সুযোগ আছে?
- দাতা প্রদানকারীরা কি সেবা প্রদানের সময় এ জায়গার বেশিরভাগ মানুষের মতামত কে বিবেচনা করে?
- এ জায়গার বেশিরভাগ মানুষ কি জানে কি কি ধরনের সেবা এখানে রয়েছে?
- এ জায়গার বেশিরভাগ মানুষ কি কখনো যোগাযোগ/ সচেতনতা মূলক সহায়িকা বা সরঞ্জামাদি দেখেছে/শুনেছে/জানে?



এন.পি.এম ১৫ - ক্যাম্পের community engagement-এর variance এর গড়

*** (১) বেশিরভাগ মানুষের কি মানবিক সেবাগুলো সম্পর্কে অভিযোগ করার বা প্রতিক্রিয়া দিতে পারা সুযোগ আছে? (২) দাতা প্রদানকারীরা কি সেবা প্রদানের সময় এ জায়গার বেশিরভাগ মানুষের মতামত কে বিবেচনা করে? (৩) এ জায়গার বেশিরভাগ মানুষ কি জানে কি কি ধরনের সেবা এখানে রয়েছে? (৪) এ জায়গার বেশিরভাগ মানুষ কি কখনো যোগাযোগ/ সচেতনতা মূলক সহায়িকা বা সরঞ্জামাদি দেখেছে/শুনেছে/জানে?

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করেছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।